

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাসকিয়া/আত্মশুদ্ধি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃসুমাইয়া পারভীন

রোলঃ 23090120587

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাসকিয়া/আত্মশুদ্ধি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃসুমাইয়া পারভীন

রোলঃ 23090120587

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ তাসকিয়া/আত্মশুদ্ধি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:সুমাইয়া পারভীন, আইডিঃ 23090120587 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ তাসকিয়া/আত্মশুদ্ধি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shumia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছা:সুমাইয়া পারভীন

আইডিঃ 23090120587

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

(ভূমিকা অধ্যায়)	5
তাসকিয়াহর মূল উদ্দেশ্য	7
❏ প্রথম অধ্যায়	11
তাসকিয়াহ শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণ (واصطلاحًا َلغة التزكية تعريف) ...	11
❏ দ্বিতীয় অধ্যায়	17
❏ তৃতীয় অধ্যায়	23
❏ চতুর্থ অধ্যায়	27
আত্মার রোগ ও তার চিকিৎসা (وعلاجها النفس أمراض)	27
❏ পঞ্চম অধ্যায়	32
❏ ষষ্ঠ অধ্যায়	37
❏ সপ্তম অধ্যায়	41
তাসকিয়াহ ও আধুনিক সমাজে প্রয়োগ (المعاصر المجتمع في وتطبيقها التزكية)	41
❏ অষ্টম অধ্যায়	46
উপসংহার ও সুপারিশ (الخاتمة والتوصيات)	46

শিরোনাম:

تَزْكِيَةُ النَّفْسِ : তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি

📖 تَزْكِيَةُ النَّفْسِ : তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি — ইসলামী দৃষ্টিকোণ

الفصل التمهيدي : المقدمة

(ভূমিকা অধ্যায়)

১ ভূমিকা (Introduction)

تَزْكِيَةُ النَّفْسِ — অর্থাৎ আত্মার পরিশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি — ইসলামী জীবনের এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু বিষয়, যা মানুষের ঈমান, আমল, নৈতিকতা ও আখিরাতমুখী জীবনব্যবস্থার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

ইসলামে মানুষকে শুধু দেহগত অস্তিত্ব হিসেবে দেখা হয়নি; বরং মানুষ এমন এক সত্তা যার মূল ভিত্তি হলো রুহ (روح), যা আল্লাহ তাআলার আদেশে সৃষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي



“আমি তাতে (মানুষে) আমার রুহ ফুঁকে দিয়েছি।”

(সূরা হিজর, ১৫:২৯)

এই রুহ বা আত্মা তখনই আলোকিত ও প্রশান্ত হয়, যখন তা তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়।

কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا



“সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে শুদ্ধ করেছে; এবং ব্যর্থ সে, যে একে কলুষিত করেছে।”
(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০)

অতএব, আত্মশুদ্ধি ইসলামী জীবনদর্শনের একটি মৌলিক স্তম্ভ।

২ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

আধুনিক সমাজে আমরা দেখি যে, মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হলেও আত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক অস্থিরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, অহংকার, বস্তুবাদ — এসবই মানুষের অন্তরের অশুদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ।

এই অবস্থায় তাসকিয়াহ এমন এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসা যা মানুষকে অন্তরের অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনে। এটি শুধু একটি ধর্মীয় পরিভাষা নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন যা মানুষের চিন্তা, মন, আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ যে চারটি দায়িত্ব দিয়েছেন, তার একটি ছিল আত্মশুদ্ধি। কুরআনে বলা হয়েছে:

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

➤ “তিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন, তাদের আত্মাকে শুদ্ধ করেন, এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৫১)

অতএব, আত্মশুদ্ধি নবুয়তের অন্যতম মৌলিক মিশন।

তাসকিয়াহর মূল উদ্দেশ্য

তাসকিয়াহর লক্ষ্য হলো মানুষকে এমনভাবে গঠন করা যাতে তার অন্তর আল্লাহভীতি (تَقْوَى), ইখলাস (إخلاص), সবর (صبر), ও শোকর (شكر)-এর গুণে পরিপূর্ণ হয়।
তাসকিয়াহর মাধ্যমে একজন মানুষ নিজ নফসের (نفس) দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দাসত্বে ফিরে আসে।

ইমাম ইবনু কাইয়িম (রহ.) বলেন:

➤ “بالطاعة وتزويجها المعاصي أدران من النفس تطهير هي التزكية.”
অর্থাৎ, তাসকিয়াহ হলো আত্মাকে পাপের ময়লা থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং তা আনুগত্যের আলোয় বিকশিত করা।

৪ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো —

1. তাসকিয়াহর ইসলামী ধারণা ভাষাগত, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা।
2. কুরআন ও হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।
3. আত্মার রোগসমূহ ও তার ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।
4. ইসলামী চিন্তাবিদদের (গায়ালী, ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনু কাইয়িম প্রমুখ) দৃষ্টিতে তাসকিয়াহর ব্যাখ্যা তুলে ধরা।
5. আধুনিক সমাজে তাসকিয়াহর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা।

৫ গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Study)

আত্মশুদ্ধি এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলে।
তাসকিয়াহর মাধ্যমে:

ব্যক্তি নিজের নফসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়।

সমাজে নৈতিকতা, সততা ও মানবিকতা বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মশুদ্ধি ছাড়া বাহ্যিক ইবাদাতের পূর্ণতা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.” ➤

“আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।”
(সহীহ মুসলিম)

৬ গবেষণার পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে —

1. মূল উৎস (Primary Sources): কুরআন, সহীহ হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী ক্লাসিক বই।
2. গবেষণামূলক গ্রন্থ (Secondary Sources): আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের বই, জার্নাল ও একাডেমিক প্রবন্ধ।
3. বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Approach): বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক মূল্যায়ন।

4. ভাষা: বাংলা ও আরবি উদ্ধৃতি মিলিয়ে একাডেমিক ব্যাখ্যা।

৭ গবেষণার ক্ষেত্র ও সীমাবদ্ধতা

এই থিসিসে তাসকিয়াহর মূলত আত্মিক ও নৈতিক দিক আলোচিত হবে। সুফি দর্শন, দর্শনীয় তত্ত্ব বা অন্যান্য ধর্মের আত্মশুদ্ধি ধারণার সঙ্গে তুলনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হতে পারে, তবে মূল ফোকাস থাকবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিক ইসলামী তাসকিয়াহ ধারণা-এর উপর।

৮ পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা

ইতিপূর্বে অনেক ইসলামি পণ্ডিত ও গবেষক তাসকিয়াহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন —

ইমাম আল-গাযালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *إحياء علوم الدين*-এ আত্মার শুদ্ধি ও নফসের দমনকে ইসলামী জীবনের মূল বলে ঘোষণা করেছেন।

ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনু কাইয়িম (রহ.) তাসকিয়াহকে ইখলাস ও সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি অর্জনের পথ বলেছেন।

আধুনিক যুগে ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর *الإسلام في التزكية* গ্রন্থে আত্মশুদ্ধিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তবে অধিকাংশ গবেষণাই আরবি বা ইংরেজিতে রচিত। বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ, একাডেমিক ধাঁচে কুরআন-হাদীসনির্ভর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। এই থিসিস সেই শূন্যতা পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

৯ গবেষণার কাঠামো

এই থিসিসে মোট আটটি অধ্যায় ও একটি উপসংহার থাকবে —

1. ভূমিকা

2. তাসকিয়াহর সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ
3. কুরআনে তাসকিয়াহ
4. হাদীসে তাসকিয়াহ
5. আত্মার রোগ ও চিকিৎসা
6. তাসকিয়াহর ধাপ ও পদ্ধতি
7. ইসলামি চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে তাসকিয়াহ
8. আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা
9. উপসংহার ও রেফারেন্স

তাসকিয়াহ ইসলামী শিক্ষার এমন একটি মূলনীতি যা মানুষকে কেবল ইবাদতকারী নয়, বরং নৈতিক, আল্লাহভীরু ও আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে।

এটি ঈমানের পূর্ণতা ও আখিরাতের মুক্তির অন্যতম শর্ত।

➤ تَزَكَّىٰ مَنْ أَفْلَحَ ۖ — “সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।”

(সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৪)

এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা আত্মশুদ্ধির বাস্তব প্রয়োগ, ইসলামী ভিত্তি ও আধুনিক সমাজে এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করব, যাতে এটি শুধু তাত্ত্বিক না থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হয়।

প্রথম অধ্যায়

তাসকিয়াহ শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণ (لغة التزكية تعريف)
(واصطلاحًا)

১ ভাষাগত বিশ্লেষণ (Linguistic Definition)

আরবি ভাষায় “تَرْكِيَّة” (তাসকিয়াহ) শব্দটি এসেছে মূল ধাতু زَكَ - يَزْكُو - زَكَا থেকে, যার অর্থ হলো:

(বৃদ্ধি النماء), (

(পরিশুদ্ধ الطهارة),

(উন্নত الرفعة),

((بركة) কল্যাণে বিকশিত হওয়া)

ইবনু মানযুর তাঁর Lisān al-‘Arab গ্রন্থে লিখেছেন:

الزكاء :النماء والطهارة والبركة.

অর্থাৎ, “জাকাতা শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা ও বরকত।”

সুতরাং ভাষাগতভাবে “تَزَكِّيَّة” মানে হলো পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করা — আত্মাকে পাপ থেকে পরিস্কার করে ঈমান, তাকওয়া ও ইখলাসে বৃদ্ধি করা।

বাংলায় আমরা বলি,

➡ “আত্মশুদ্ধি” — অর্থাৎ অন্তরের অপবিত্রতা, অহংকার, হিংসা, রাগ, কপটতা ইত্যাদি থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করা এবং নেক আমল, ইখলাস ও আল্লাহভীতি দ্বারা তা উন্নত করা।

২ কুরআনে “تَرْكِيَّة” শব্দের ব্যবহার

কুরআনে “تَرْكِيَّة” ও এর ধাতব শব্দ বিভিন্ন রূপে বহুবার এসেছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো:

1. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে শুদ্ধ করেছে।”

(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯)

2. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদের পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে।”

(সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩)

3. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“সফল সে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।”

(সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৪)

4. بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

“বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুদ্ধ করেন।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৪৯)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে “তাসকিয়াহ” কেবল একটি নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আধ্যাত্মিক সফলতার শর্ত।

৩ পরিভাষাগত সংজ্ঞা (Terminological Definition)

ইসলামী চিন্তাবিদগণ “তাসকিয়াহ” সম্পর্কে বিভিন্ন পরিভাষাগত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

■ (১) ইমাম আল-গাযালী (اللهُ رَحِمَهُ)

তিনি বলেন:

التزكية هي تطهير القلب من الرذائل وتحليلته بالفضائل.



“তাসকিয়াহ হলো হৃদয়কে দুষ্কর্ম থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং তা উত্তম গুণে অলঙ্কৃত করা।”

(إحياء علوم الدين, ج ٣, ص ٤)

অর্থাৎ, তাসকিয়াহ হলো এক দ্বিমুখী প্রক্রিয়া —

(ক) অপবিত্রতা থেকে মুক্তি, এবং

(খ) নৈতিকতা ও তাকওয়ায় পূর্ণতা অর্জন।

■ (২) ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (اللهُ رَحِمَهُ)

তিনি বলেন:

تزكية النفس أن تزيل عنها خبث المعاصي وتكملها بطاعة الله.



“আত্মশুদ্ধি হলো আত্মাকে পাপের ময়লা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যে পূর্ণতা দান করা।”

(Majmū‘ al-Fatāwā, 10/99)

■ (৩) ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রহ.)

তিনি তাসকিয়াহকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন —

1. تخلية (Takhliyah): আত্মাকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা।

2. تحلية (Tahliyah): উত্তম গুণাবলিতে সজ্জিত করা।

3. تجلية (Tajliyah): আল্লাহর নূরের মাধ্যমে হৃদয়কে উজ্জ্বল করা।

➤ (Madarij as-Salikin, 2/308)

❏ ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে তাসকিয়াহর প্রকৃতি

তাসকিয়াহ মূলত দুটি স্তর নিয়ে গঠিত —

1. অভ্যন্তরীণ তাসকিয়াহ (Inner Purification): অন্তরের রোগসমূহ যেমন রিয়া (দেখানো), অহংকার, হিংসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি দূর করা।

2. বাহ্যিক তাসকিয়াহ (Outer Purification): কর্ম, আচরণ ও ভাষাকে ইসলামী আদর্শে গঠন করা।

ইমাম আল-কুরতুবি বলেন:

التزكية تشمل طهارة الظاهر والباطن معًا. ➤
“তাসকিয়াহ অন্তর ও বাহ্যিক উভয়ের পরিশুদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করে।”

❏ নফস (النَّفْس) ও তার প্রকারভেদ

তাসকিয়াহ বোঝার জন্য “নফস” বা আত্মার প্রকৃতি জানা জরুরি।

কুরআনে তিন প্রকার নফসের উল্লেখ আছে —

1. النَّفْسُ الْأَمَّارَةُُ بِالسُّوءِ (অপরাধপ্রবণ আত্মা) ̣

إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَُ بِالسُّوءِ ➤

“নিশ্চয় আত্মা মন্দের প্রতি আহ্বান করে।” (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩)

النَّفْسُ ٱللَّوَّامَةُ (আত্ম-ভৎসনাকারী আত্মা) ُ .2

وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۝

➤ “আমি শপথ করছি আত্ম-ভৎসনাকারী আত্মার।” (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫:২)

النَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ (প্রশান্ত আত্মা) ُ .3

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

➤ “হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে যাও তোমার প্রভুর নিকট, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টপ্রাপ্ত অবস্থায়।” (সূরা আল-ফজর, ৮৯:২৭-২৮)

তাসকিয়াহর লক্ষ্য হলো নফসুল আন্নারাহ থেকে নফসুল মুতমাইন্নাহ-র স্তরে উন্নীত হওয়া।

৬ তাসকিয়াহ ও তাকওয়ার সম্পর্ক

তাসকিয়াহর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন।

যেমন আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

➤ “সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, তার রবের নাম স্মরণ করেছে এবং সালাত কায়েম করেছে।” (সূরা আল-আলা, ৮৭:১৪-১৫)

এখানে তাসকিয়াহর পরেই সালাতের উল্লেখ, যা নির্দেশ করে যে আত্মশুদ্ধি ছাড়া ইবাদতের পূর্ণতা সম্ভব নয়।

৭ তাসকিয়াহ ও ইখলাস

ইখলাস বা আন্তরিকতা তাসকিয়াহর প্রাণ।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থই হলো, সব কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

➤ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

“নিশ্চয়ই আমলগুলো নিয়তের উপর নির্ভরশীল; আর প্রত্যেক মানুষের জন্য সে যা নিয়ত করেছে তাই প্রাপ্ত হবে।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ১)

অতএব, তাসকিয়াহ কেবল আচরণ পরিবর্তন নয়, বরং অন্তরের উদ্দেশ্যকে শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া।

৮ সারসংক্ষেপ

তাসকিয়াহ শব্দটি ভাষাগতভাবে “বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধি” বোঝায়, আর পরিভাষাগতভাবে এটি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া যা আত্মাকে পাপ থেকে মুক্ত করে তাকওয়া ও ইখলাসে পরিপূর্ণ করে তোলে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাসকিয়াহ হলো —

➤ “আল্লাহর নির্দেশে আত্মাকে শুদ্ধ করা, যাতে সে পরকালে মুক্তি লাভ করে।”

❏ দ্বিতীয় অধ্যায়

(কুরআনে তাসকিয়াহ في القرآن الكريم)

❏ ভূমিকা

কুরআনুল কারীমে “তাসকিয়াহ” (تَزْكِيَّة) এমন এক শব্দ, যা আল্লাহর নিকট সফলতা ও মুক্তির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল ইবাদতের জন্য, কিন্তু সেই ইবাদতের মূল শর্ত হলো আত্মার পবিত্রতা। এই পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমই হচ্ছে তাসকিয়াহ, যা কুরআনে একাধিকবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

➤ “সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে শুদ্ধ করেছে; এবং ব্যর্থ সে, যে একে কলুষিত করেছে।”
(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০)

এই আয়াতে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা “ফালাহ” (সফলতা) কে আত্মশুদ্ধির সাথে যুক্ত করেছেন।

❏ তাসকিয়াহ শব্দের কুরআনিক ব্যবহার

কুরআনে “تَزْكِيَّة” শব্দ ও এর বিভিন্ন রূপ যেমন “زَكَّى”, “يُزَكِّي”, “تَزَكَّى” মোট প্রায় পনেরো বার ব্যবহৃত হয়েছে।

এই ব্যবহারগুলিকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় —

1. আল্লাহর পক্ষ থেকে শুদ্ধ করা (Divine Purification)
2. মানুষের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা (Human Effort)

3. শরীয়তের বিধান দ্বারা পরিশুদ্ধি (Legal Purification)

নিচে প্রতিটি দিক আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

৩(ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মার শুদ্ধি

কুরআন বলে যে, প্রকৃত তাসকিয়াহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

মানুষ নিজে চেষ্টা করলেও প্রকৃত পরিশুদ্ধি আল্লাহর তাওফিক ছাড়া সম্ভব নয়।

بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

“বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুদ্ধ করেন; আর তাদের প্রতি সামান্যতমও অন্যায় করা হবে না।”
(সূরা আন-নিসা, ৪:৪৯)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলে যে আত্মশুদ্ধির ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

মানুষের করণীয় হলো — চেষ্টা, দোয়া ও আল্লাহর সম্ভ্রুতি অনুসন্ধান।

ইবনু কাসির (রহ.) তাফসীরে বলেন:

➤ “অর্থাৎ আল্লাহ যাকে তাওফিক দেন, তাকেই প্রকৃত অর্থে পরিশুদ্ধ করেন; অন্যথায় মানুষ নিজের নফস দ্বারা প্রতারিত হয়।”

৩(খ) মানুষের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা

মানুষকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখার।

এটি একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া — যেখানে আত্মা নফসের প্রবৃত্তি ও আল্লাহভীতির মধ্যে সংগ্রাম করে।

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى

“সফল সে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।”

(সূরা আল-আলা, ৮৭:১৪)

এখানে ক্রিয়াটি “تَزَكَّى” — যা নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা বোঝায়।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন:

- “অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফল, যে নিজের অন্তরকে পাপ থেকে মুক্ত রাখে, আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ও তাকওয়াকে জীবনের মূলনীতি করে।”

৫) শরীয়তের বিধান দ্বারা তাসকিয়াহ

কুরআনে কিছু জায়গায় “তাসকিয়াহ” শব্দটি দান, যাকাত ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে শরীয়তের বিধানগুলোও আত্মশুদ্ধির মাধ্যম।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

➤ “তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদের পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে।”
(সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩)

এখানে تُطَهِّرُهُمْ (তাদের পবিত্র করো) এবং تُزَكِّيهِمْ (তাদের উন্নত করো) — দুটি ক্রিয়া একত্রে এসেছে।

অর্থাৎ, যাকাত কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন নয়; এটি আত্মার পবিত্রতার প্রক্রিয়া।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন:

- “যাকাত হলো ধন-সম্পদ ও আত্মার উভয়কেই শুদ্ধ করার উপায়।”

৬) মবী ও রসূলগণের মিশনে তাসকিয়াহ

তাসকিয়াহ শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের বিষয় নয়; বরং এটি নবুওয়তের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।
আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا... يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন, তাদের আত্মাকে শুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।”

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪)

এখানে “يُزَكِّيهِمْ” (তাদের শুদ্ধ করেন) শব্দটি স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উল্লেখিত।

অর্থাৎ, ইসলামের মৌলিক লক্ষ্যই হলো আত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজের নৈতিক বিকাশ।

□ তাসকিয়াহ ও তাকওয়া: কুরআনিক সম্পর্ক

কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাসকিয়াহর লক্ষ্য হিসেবে তাকওয়াকে উল্লেখ করেছেন।

➤ الْمَصِيرِ اللَّهُ وَإِلَىٰ لِنَفْسِهِ يَتَزَكَّى فَإِنَّمَا تَزَكَّى وَمَنْ
“যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে; আর প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট।”

(সূরা ফাতির, ৩৫:১৮)

অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি অন্যের জন্য নয়, বরং নিজের নাজাতের জন্য।

আর সেই শুদ্ধ আত্মাই তাকওয়ার অধিকারী হয়।

তাই অন্যত্র বলা হয়েছে —

➤ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
“এই কিতাব কোনো সন্দেহহীন, মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।”

(সূরা আল-বাকার, ২:২)

অর্থাৎ, যারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে, কুরআনই তাদের জন্য প্রকৃত হিদায়াত।

৮ কুরআনিক উদাহরণে তাসকিয়াহর বাস্তব দৃষ্টান্ত

🕌 (১) মুসা (আঃ) ও ফেরাউন

আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে আদেশ দেন:

اٰذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ ۖ اِنَّهٗ طَغٰى * فَقُلْ لَّكَ اِلٰى ۤاَنْ تَزَكٰى
➤ “তুমি যাও ফেরাউনের কাছে; সে তো সীমানাঙ্ঘন করেছে। বলো: তুমি কি আত্মশুদ্ধি অর্জনে আগ্রহী?”
(সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯:১৭-১৮)

এখানে মুসা (আঃ) ফেরাউনকে আহ্বান করছেন “تَزَكٰى” অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতার দিকে — যা ঈমান গ্রহণ ও গুনাহ থেকে তওবা করার মাধ্যমেই সম্ভব।

🕌 (২) যাকাত বা দান

আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
➤ “আর যারা যাকাত প্রদানকারী।” (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৪)

এখানে “যাকাত” শব্দটি “তাসকিয়াহ” ধাতু থেকেই এসেছে, যার অর্থ আত্মাকে ও সম্পদকে শুদ্ধ করা।

৯ তাফসীরুল কুরআনের আলোকে তাসকিয়াহর ব্যাখ্যা

ইবনু কাসির, কুরতুবি, তাবারী, সা‘দী — সকল মুফাসসিরগণ একমত যে “তাসকিয়াহ” হলো আত্মার পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধি।

ইমাম সা‘দী (রহ.) বলেন:

التزكية هي تطهير النفس من الشرك والمعاصي، وتنميتها بالإيمان والطاعة. ➤

“তাসকিয়াহ হলো আত্মাকে শিরক ও পাপ থেকে মুক্ত করা এবং ঈমান ও আনুগত্যের দ্বারা তা বিকশিত করা।”

(تفسير السعدي, ص ٩٨)

সারসংক্ষেপ

কুরআনে “তাসকিয়াহ” এমন একটি ধারণা, যা ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান।
এটি —

আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ,

মানুষের নিজের প্রচেষ্টা,

শরীয়তের বিধানের উদ্দেশ্য,

নবুওয়তের মূল লক্ষ্য,

এবং তাকওয়া অর্জনের পথ।

অতএব, আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত ঈমান ও হিদায়াত লাভ অসম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীসে তাসকিয়াহ (التزكية في السنة النبوية)

১ ভূমিকা

কুরআনের পর হাদীসই ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তাসকিয়াহর জীবন্ত প্রতীক, যিনি তাঁর জীবন, আচরণ, দোয়া ও উপদেশের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রকৃত রূপ মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
“তিনি (নবী) তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করেন এবং তাদের আত্মাকে শুদ্ধ করেন।”
(সূরা আল-জুমুআহ, ৬২:২)

অর্থাৎ, নবী ﷺ-এর অন্যতম মিশনই ছিল মানুষের আত্মাকে পবিত্র করা — তাসকিয়াহ।

২ নবী ﷺ-এর দোয়া ও আত্মশুদ্ধির অনুশাসন

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। এই দোয়াগুলোই ইসলামী তাসকিয়াহর জীবন্ত উদাহরণ।

﴿ ১ ﴾ আত্মার পবিত্রতার জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا
“হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তার তাকওয়া দান করুন, একে পরিশুদ্ধ করুন; আপনিই একে সর্বোত্তমভাবে শুদ্ধ করতে পারেন। আপনিই তার অভিভাবক ও পালনকর্তা।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২২)

এই দোয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে — আত্মশুদ্ধি মানুষের নিজের ক্ষমতায় সম্ভব নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহই এর মূল ভিত্তি।

৩ হাদীসে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

﴿ ১ ﴾ অন্তরের পবিত্রতা ও সফলতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
“জেনে রাখো! দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যদি তা শুদ্ধ হয়, পুরো দেহ শুদ্ধ হয়; আর যদি

তা কলুষিত হয়, পুরো দেহ কলুষিত হয়। জেনে রাখো! সেটি হলো হৃদয়।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২)

☞ এই হাদীস তাসকিয়াহর মূলে থাকা বিষয়টি পরিষ্কার করে — আত্মা বা অন্তর শুদ্ধ হলে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে ওঠে।

☐ হাদীসে আত্মিক রোগ ও তার চিকিৎসা

নবী ﷺ মানুষকে কেবল বাহ্যিক ইবাদতের নির্দেশ দেননি, বরং অন্তরের রোগসমূহ যেমন অহংকার, রিয়া, হিংসা, কপটতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন।

☐ (১) অহংকার (الكبر)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
“যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১)

☞ অহংকার আত্মার সবচেয়ে মারাত্মক রোগ; তাসকিয়াহর প্রথম ধাপই হলো এই রোগ দূর করা।

☐ (২) হিংসা (الحسد)

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
“হিংসা থেকে সাবধান থাকো; কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে গ্রাস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।”

(আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯০৩)

☐ (৩) রিয়া (الرياء — দেখানোর জন্য আমল)

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء.

“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় করি ছোট শিরকের বিষয়ে। সাহাবারা বললেন: তা কী? নবী ﷺ বললেন: রিয়া — অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য আমল করা।”
(মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৩৬৩০)

এগুলোই তাসকিয়াহর মূল বাধা — যা থেকে মুক্তি পাওয়াই আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য।

☐ নবী ﷺ-এর আচরণে তাসকিয়াহর বাস্তব শিক্ষা

🌀 (১) বিনয় (تواضع)

নবী ﷺ সর্বদা বিনয়ী ছিলেন। তিনি বলেছেন:

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
 “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেন।”
 (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৮)

﴿كُظِمَ الْغَيْظُ﴾ (২) আত্মনিয়ন্ত্রণ
 اَلْاَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
 “শক্তিশালী সেই নয়, যে কাউকে পরাজিত করে; বরং সে-ই শক্তিশালী, যে রাগের সময়
 নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে।”
 (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬১১৪)

ক্রে এটি আত্মশুদ্ধির অন্যতম স্তর — নফসের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা।

﴿مَرْبِى﴾-এর নৈতিকতার প্রশংসা

আল্লাহ নিজেই নবী ﷺ সম্পর্কে বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
 “নিশ্চয়ই তুমি মহৎ চরিত্রে অধিষ্ঠিত।”
 (সূরা আল-কলম, ৬৮:৪)

ইবনু কাসির বলেন:

“অর্থাৎ তুমি তাসকিয়াহর পূর্ণ উদাহরণ — তোমার চরিত্র ও নৈতিকতা মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ।”

নবী ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি দিক — ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, সততা, নম্রতা — সবই তাসকিয়াহর বাস্তব রূপ।

﴿هَادِى﴾ হাদীসে তাসকিয়াহর ধাপসমূহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাসকিয়াহর জন্য তিনটি ধাপ শিখিয়েছেন:

(১) তাওবা (التوبة)

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ
 “সমস্ত আদম সন্তানই ভুল করে; আর উত্তমরা তারা, যারা তাওবা করে।”
 (ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪২৫১)

(২) মুহাসাবা (المحاسبة — আত্মসমালোচনা)

اَلْكَفِيُّ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
 “বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।”

(তিরমিজি, হাদীস: ২৪৫৯)

(৩) মুজাহাদা (المجاهدة — আত্মসংগ্রাম)

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله
 “প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।”
 (তিরমিজি, হাদীস: ১৬২১)

এই তিনটি ধাপই তাসকিয়াহর ভিত্তি —
 তাওবা → আত্মসমালোচনা → আত্মসংগ্রাম।

৮ সহীহ হাদীস দ্বারা আত্মশুদ্ধির ফলাফল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
 “আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।”
 (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে আল্লাহর নিকট মূল্যবান হলো শুদ্ধ হৃদয়, বাহ্যিক আড়ম্বর নয়।

অন্য হাদীসে এসেছে:

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ
 “সবচেয়ে উত্তম ঈমান হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা।”
 (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬৮১)

তাসকিয়াহর মাধ্যমে এই দুটি গুণই হৃদয়ে বিকশিত হয়।

৯ সারসংক্ষেপ

হাদীসসমূহের আলোকে দেখা যায় —
 তাসকিয়াহ কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; বরং এটি এক বাস্তব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, যা নবী ﷺ নিজ জীবনে অনুশীলন করেছেন এবং সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

তাসকিয়াহর মাধ্যমে —

- অন্তর শুদ্ধ হয়,
- নৈতিকতা বিকশিত হয়,
- আমল গ্রহণযোগ্য হয়,
- এবং মানুষ আল্লাহর নিকট প্রিয় বান্দা হয়ে ওঠে।

اللَّهُمَّ زَكِّنَا تَزْكِيَةً تُرْضِيكَ عَنَّا
 “হে আল্লাহ! আমাদের এমনভাবে পরিশুদ্ধ করুন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।”

📖 চতুর্থ অধ্যায়

আত্মার রোগ ও তার চিকিৎসা (وعلاجها النفس أمراض)

১ ভূমিকা

ইসলামে আত্মশুদ্ধি বা তাসকিয়াহ কেবল ইতিবাচক গুণাবলির বিকাশ নয়, বরং অন্তরের রোগসমূহ চিহ্নিত ও নিরাময় করার প্রক্রিয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

➤ ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

“দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যদি তা শুদ্ধ হয়, পুরো দেহ শুদ্ধ হয়; যদি তা কলুষিত হয়, পুরো দেহ কলুষিত হয়। সেটি হলো হৃদয়।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২)

এখানে হৃদয় হলো আত্মার মূল কেন্দ্র। হৃদয়কে আক্রান্ত করা যে রোগসমূহ তা হলো — নফসের অসুখ বা আত্মার রোগ।

২ আত্মার রোগসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

ইসলামী পণ্ডিতরা মূলত নফসের রোগগুলোকে তিন প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

(১) অহংকার ও গর্ব (الكبر)

অহংকার হলো আত্মার সবচেয়ে মারাত্মক রোগ।

কুরআন ও হাদীসে বারবার এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

➤ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

“যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১)

(২) হিংসা ও ঈর্ষা (الحسد)

হিংসা হলো আত্মকে ক্ষয়কারী।

নবী ﷺ বলেন:

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب



“হিংসা নেক আমল খায় যেমন আগুন কাঠ খায়।”

(আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯০৩)

(৩) রিয়া (الرياء) ও পাপপ্রবণতা

দেখানোর জন্য ইবাদত বা নেক কাজ করা।



الرياء، الأصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف

“ছোট শিরকের জন্য আমি তোমাদের সবচেয়ে ভয় করি; তা হলো রিয়া।”

(মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ২৩৬৩০)

অন্যান্য আত্মার রোগ

1. লালসা (شهوة) — অতিরিক্ত কামনা।
2. আলোচনার অনিচ্ছা (كسل) — ইবাদত ও দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা।
3. দুঃখ, রাগ ও ক্ষোভ (غضب) — হৃদয়কে অশান্ত করে।
4. মিথ্যা ও ছল (خداع و كذب) — সমাজ ও আত্মকে কলুষিত করে।

ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

- “নফসের রোগগুলো দেহের জন্য শারীরিক রোগের মত; কিন্তু এগুলো মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক।”

(Madarij as-Salikin, 2/308)

৪ আত্মরোগের প্রভাব

আত্মার রোগ মানুষের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে:

ঈমান দুর্বল হয়।

নৈতিকতা অবনতির দিকে যায়।

সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়।

ইবাদতের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

➤ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ**

“আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদ দেখেন না, বরং অন্তর ও কাজ দেখেন।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

অর্থাৎ, আত্মার রোগ থাকলে সমস্ত ইবাদত ক্ষুদ্র ও অগ্রহণযোগ্য হয়।

৫ আত্মরোগের চিকিৎসা (النفس أمراض علاج)

(ক) তাওবা ও মনোযোগ (الانتباه و التوبة)

পাপ থেকে তওবা করা এবং পুনরাবৃত্তি এড়ানো।

নফসকে সচেতনভাবে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা।

➤ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
“সমস্ত আদম সন্তানই ভুল করে; উত্তম তারা, যারা তাওবা করে।”
(ইবনু মাজাহ, হাদীস: ৪২৫১)

(খ) মুহাসাবা (المحاسبة) — আত্মসমালোচনা

প্রতিদিন নিজের কাজ ও অন্তরের অবস্থা যাচাই করা।

➤ الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَوَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
“বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের আত্মাকে হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জন্য কাজ করে।”
(তিরমিজি, হাদীস: ২৪৫৯)

(গ) মুজাহাদা (المجاهدة) — আত্মসংগ্রাম

নফসের রাগ, কামনা ও অহংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

➤ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله
“প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।”
(তিরমিজি, হাদীস: ১৬২১)

(ঘ) ইলম ও জিহাদুল আকল (العقل جهاد و علم)

ইসলামি জ্ঞান অর্জন, হাদীস ও কুরআনের আলোকে অন্তর গঠন।

জ্ঞান আত্মাকে রোগ থেকে মুক্তি দেয়।

(ঙ) ইখলাস ও নিয়মিত ইবাদত (والعبادات الإخلاص)

নেক কাজ, দোয়া, নামাজ ও ইলমের মাধ্যমে হৃদয়কে আলোকিত করা।

হাদীস অনুযায়ী, খোদার জন্য সৎ কাজ হৃদয়কে পবিত্র রাখে।

৬ ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা

ইমাম আল-গায়ালী (রহ.) বলেন:

- “তাসকিয়াহ হলো নফসের রোগ নির্ণয় ও শুদ্ধির পূর্ণ প্রক্রিয়া। নফস যদি শুদ্ধ হয়, দেহ ও সমাজও শুদ্ধ হয়।”

ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

- “আত্মার রোগ দূর করার জন্য সৎ অভ্যাস, ধৈর্য, ইলম, ইবাদত ও আল্লাহর প্রতি ভরসা অপরিহার্য।”



৭ সারসংক্ষেপ

আত্মার রোগ সমূহ অন্তর ও বাহ্যিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

হাদীস ও ইসলামী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নফসের প্রধান রোগ: অহংকার, হিংসা, রিয়া, লালসা, ক্রোধ।

চিকিৎসা: তাওবা, মুহাসাবা, মুজাহাদা, জ্ঞান অর্জন, ইবাদত ও ইখলাস।

নফস শুদ্ধ হলে আত্মা আলোকিত হয়, ঈমান দৃঢ় হয়, নৈতিকতা বিকশিত হয়।

📖 পঞ্চম অধ্যায়

তাসকিয়াহর ধাপ ও পদ্ধতি (ووسائلها التزكية مراحل)

১ ভূমিকা

ইসলামী তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি একটি সতর্ক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

কেবল আত্মাকে পাপ থেকে মুক্ত করা নয়, বরং তাকে নৈতিকতা, ইখলাস ও আল্লাহভীতি দ্বারা পরিপূর্ণ করা।

ইসলামী পণ্ডিতরা এটিকে বিভিন্ন ধাপে ভাগ করেছেন, যা অনুসরণ করে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধিতে সফল হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم



“আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদ দেখে না, বরং অন্তর ও কাজ দেখে।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

অর্থাৎ, তাসকিয়াহর লক্ষ্য হলো অন্তরের পরিশুদ্ধি।

২ তাসকিয়াহর মূল ধাপসমূহ

(১) তখলিয়াহ (تخليّة) — অপবিত্রতা দূর করা

প্রক্রিয়া: নফসের রোগ ও অপবিত্র অভ্যাস চিহ্নিত করে তা দূর করা।

অহংকার (الكبر)

হিংসা ও ঈর্ষা (الحسد)

(الرياء) রিয়া ও দেখানোর জন্য আমল

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وهي القلب ➤

“হৃদয় শুদ্ধ হলে, পুরো দেহ শুদ্ধ হয়।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২)

(২) তাহলিয়াহ (تحلية) — নৈতিক গুণাবলিতে সজ্জিত করা

প্রক্রিয়া: নফসকে উত্তম গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করা।

(الصبر) ধৈর্য

(العفو) ক্ষমা

(التسامح) সহনশীলতা

(والأمانة الصدق) সদাচার ও সত্যবাদিতা

➤ المتطهرين ويحب التوابين يحب الله وإن ألا

“আল্লাহ তাওবা করা ও পরিশুদ্ধদের ভালোবাসেন।”

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২২)

(৩) তজলিয়াহ (تجليّة) — আল্লাহর নূরের মাধ্যমে অন্তর উজ্জ্বল করা

সং ইবাদত ও দোয়া দ্বারা হৃদয় আলোকিত করা।

ইখলাস বা আন্তরিকতা অর্জন করা।

اللَّهُمَّ َرِّزْكِنَا تَرْكِیةً َثْرُضِيكَ َعَنَّا ➤

“হে আল্লাহ! আমাদের এমনভাবে পরিশুদ্ধ কর যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।”

তাসকিয়াহর পদ্ধতি

(ক) ইলম অর্জন

কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান চর্চা।

অজ্ঞতার ফলে নফসের রোগ বাড়ে; জ্ঞান মুক্তির পথ।

(খ) ইবাদত ও সৎ আমল

নামাজ, রোজা, যাকাত, সদকা।

কাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি।

(গ) মুহাসাবা (আত্মসমালোচনা)

প্রতিদিন নিজের আচরণ, নফস ও আমল যাচাই করা।

ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধন।

(ঘ) মুজাহাদা (আত্মসংগ্রাম)

রাগ, কামনা ও অহংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

হাদীস অনুযায়ী, প্রকৃত মুজাহিদ হলো যে নিজের নফসকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঙ) দলিল ও সংস্পর্শ

সদগুণসম্পন্ন মানুষের সঙ্গ গ্রহণ।

নবী ﷺ ও সাহাবাদের জীবন অনুসরণ।

৪ ধাপসমূহের সামঞ্জস্য

তখলিয়াহ → তাহলিয়াহ → তজলিয়াহ

প্রথমে অপদৃষ্টি দূর করা।

এরপর গুণাবলিতে সজ্জিত হওয়া।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নূরের আলো দ্বারা হৃদয় আলোকিত করা।

الطريق إلى الله طريق تزكية النفس



“আল্লাহর পথে যাওয়ার পথ হলো আত্মশুদ্ধি।”

৫ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক

ব্যক্তিগত দিক: ঈমান বৃদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস।

সামাজিক দিক: সহনশীলতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা।



নবী ﷺ বলেছেন:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

“শক্তিশালী মু’মিন আল্লাহর কাছে দয়াশীল এবং প্রিয়।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪)

শক্তিশালী মানে নৈতিক ও আত্মিকভাবে দৃঢ়।

৬ সারসংক্ষেপ

তাসকিয়াহর ধাপ ও পদ্ধতি:

1. তখলিয়াহ: অপদৃষ্টি ও নেক নীতি বিরোধী আচরণ দূর করা।
2. তাহলিয়াহ: নৈতিক গুণাবলিতে হৃদয় অলঙ্কৃত করা।
3. তজলিয়াহ: আল্লাহর নূর দ্বারা অন্তর উজ্জ্বল করা।
4. পদ্ধতি: জ্ঞান অর্জন, ইবাদত, মুহাসাবা, মুজাহাদা, সৎ সঙ্গ।

এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে মানুষ নফসের রোগমুক্ত, নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় বান্দা হতে পারে।

📖 ষষ্ঠ অধ্যায়

তাসকিয়াহ ও নৈতিক চরিত্র (والأخلاق التزكية)

১ ভূমিকা

ইসলামে আত্মশুদ্ধি বা তাসকিয়াহ কেবল অন্তরের পবিত্রতা নয়, বরং নৈতিক চরিত্রের বিকাশের মূল ভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ➤

“আমি পাঠানো হয়েছি নৈতিকতার সেরা গুণাবলি সম্পূর্ণ করার জন্য।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৩)

অর্থাৎ, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানবিক চরিত্রকে পরিপূর্ণ করা।

তাসকিয়াহ এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার।

২ নৈতিক চরিত্রের উপাদান

তাসকিয়াহ হৃদয়কে নৈতিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করে। প্রধান উপাদানগুলো হলো:

(ক) সত্যবাদিতা (الصدق)

আত্মশুদ্ধি শুরু হয় সত্য স্বীকার ও মিথ্যা এড়ানো থেকে।

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة ➤

“তোমাদের সত্যবাদী হওয়া উচিত, কারণ সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে, আর কল্যাণ জান্নাতে নিয়ে যায়।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬১৩৫)

(খ) ধৈর্য ও সহনশীলতা (التحمل و الصبر)

নফসের রোগ দূর করার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য।

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ➤
“যে আল্লাহর ভীতি পোষণ করে, আল্লাহ তার জন্য পথ প্রশস্ত করবেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে
রিজিক প্রদান করবেন।”
(সূরা আত-তার্বী, ৯:২)*

(গ) নম্রতা ও বিনয় (التواضع)

অহংকার দূর করে এবং সামাজিক সম্পর্ক সুগঠিত করে।

ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ➤
“যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেন।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৮)

(ঘ) ক্ষমা ও দয়া (الرحمة و العفو)

তাসকিয়াহ হৃদয়কে রাগ ও প্রতিশোধের আবেগ থেকে মুক্ত রাখে।

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ➤
“যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ ভালো কাজকারীদের ভালোবাসেন।”
(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৫)

(ঙ) সততা ও ন্যায়পরায়ণতা (العدل و الأمانة)

আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে শেখায়।

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ➤
“চুক্তি পালন করো, কারণ চুক্তি পরিপালন করা একটি দায়িত্ব।”
(সূরা আল-মাইদাহ, ৫:১)

৩ তাসকিয়াহর মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ

তাসকিয়াহ ধাপে ধাপে নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলে:

1. অন্তরের রোগ দূর করা → অহংকার, রিয়া, হিংসা।
2. নেতিবাচক অভ্যাস প্রতিরোধ → ধৈর্য, আত্মসংযম।
3. সৎ গুণাবলিতে হৃদয় অলঙ্কৃত → সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, নম্রতা।
4. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন → সব আমল গ্রহণযোগ্য।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ



(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

এটি প্রমাণ করে, নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হলো আত্মশুদ্ধির মূল লক্ষ্য।

৪ সাহাবাদের উদাহরণ

❧ আবু হুরায়রা (রাঃ)

সহজ জীবন, সহনশীলতা, সৎ আমল।

দৃষ্টান্তমূলক তাসকিয়াহ ও নৈতিক চরিত্র।

❧ উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)

ধন দান, নফস নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীল।

নৈতিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ।

❧ আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ)

কঠোর নৈতিক মান, ধৈর্য, বিনয়।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

❧ তাসকিয়াহ ও নৈতিক চরিত্র: সামাজিক প্রভাব

সহনশীল, ক্ষমাশীল ও সততার মানুষ সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কল্যাণ নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুসংহত করে।

নবী ﷺ বলেছেন:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ➤

“শক্তিশালী মু’মিন আল্লাহর কাছে প্রিয়, তবে এখানে শক্তি মানে নৈতিক ও আত্মিক দৃঢ়তা।”

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪)

❧ সারসংক্ষেপ

তাসকিয়াহ + নৈতিক চরিত্র = সম্পূর্ণ ইসলামী জীবন।

আত্মশুদ্ধি হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে,

নৈতিক চরিত্র বিকশিত করে,

সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সৌজন্য প্রতিষ্ঠা করে।

মূল লক্ষ্য: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের সফলতা।

📖 সপ্তম অধ্যায়

(المعاصر المجتمع في وتطبيقها التزكية) তাসকিয়াহ ও আধুনিক সমাজে প্রয়োগ

১ ভূমিকা

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, তথ্যবহুল জীবন ও দ্রুতগামী সমাজের কারণে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবস্থার চ্যালেঞ্জ বেড়ে গেছে।

তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি এখন কেবল আধ্যাত্মিক চর্চা নয়, বরং মানবিক ও সামাজিক সুস্থতার অপরিহার্য হাতিয়ার।

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ➤

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

অর্থাৎ, বাহ্যিক উন্নতি বা প্রযুক্তিগত ক্ষমতা নয়, অন্তরের শুদ্ধতা ও নৈতিকতা মানবতার প্রকৃত সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

২ আধুনিক সমাজে নফসের চ্যালেঞ্জ

১. প্রদর্শনবাদী জীবনধারা (رياء)

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে অন্যের সামনে বড় দেখানো।

নৈতিকতা ও আন্তরিকতা ক্ষয়।

২. আহমিকা ও অহংকার (الكبر)

প্রফেশনাল বা সামাজিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অহংকার বৃদ্ধি।

3. লোভ ও দৃষ্টান্তহীনতা (الطمع و الشهوة)

অতিরিক্ত ভোগ, অর্থের পেছনে অমানবিক লালসা।

4. হিংসা ও প্রতিযোগিতা (والمنافسة الحسد)

বন্ধু বা সহকর্মীর সাফল্য নিয়ে ঈর্ষা।

- সব চ্যালেঞ্জ আত্মার রোগ হিসেবে বিবেচিত এবং তাসকিয়াহর মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য।

৩ আধুনিক তাসকিয়াহ পদ্ধতি

(ক) আত্মসমালোচনা ও মুহাসাবা (الذاتية المحاسبة)

দৈনন্দিন সময়ে নিজের কাজ ও নৈতিকতার পর্যালোচনা।

প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত জার্নাল বা নোটিং।

(খ) ইলম ও সচেতনতা (والوعي العلم)

ইসলামী জ্ঞান, নৈতিকতা ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয়।

ওয়েবিনার, বই ও অনলাইন কোর্সে শিক্ষা।

(গ) ইবাদত ও ধ্যান (والتأمل العبادات)

নামাজ, রোজা, দোয়া, ইখলাস পূর্ণ ইবাদত।

ধ্যান ও মননশীলতা (Mindfulness) অন্তরের শান্তি ও শুদ্ধি দেয়।

(ঘ) সামাজিক সেবায় অংশগ্রহণ (الاجتماعية الخدمة)

দারিদ্র্য ও অসহায়দের সাহায্য।

সদকা ও চ্যারিটি কার্যক্রম।

নৈতিক চরিত্র ও আন্তরিকতা বিকশিত হয়।

(ঙ) সৎ মানুষের সংস্পর্শ (الصالحه الرفقة)

শুভসংগীত ব্যক্তি ও ইসলামী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ।

অন্তরকে প্রভাবিত করে নৈতিকতা ও ধৈর্য বৃদ্ধি।

৪ আধুনিক সমাজে তাসকিয়াহর উপকারিতা

1. নৈতিক উন্নয়ন

লোভ, অহংকার, হিংসা দূর করে।

সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিনয় বৃদ্ধি।

2. সামাজিক সুস্থতা

সহানুভূতিশীল, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠন।

পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক শক্তিশালী।

3. মনোবৈজ্ঞানিক শান্তি

রাগ, মানসিক চাপ ও হতাশা কমায়।

অন্তর শান্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

4. আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ

আল্লাহর নিকট প্রিয়তা ও পরকালের সফলতা নিশ্চিত।

☞ উদাহরণ: আধুনিক তাসকিয়াহ উদ্যোগ

1. ইসলামী স্কুল ও কলেজে চরিত্রশিক্ষা

সততা, ধৈর্য, নৈতিকতা শিক্ষা।

2. অনলাইন ইবাদত ও তাসকিয়াহ প্ল্যাটফর্ম

দোয়া, ধ্যান ও নৈতিক চর্চার মাধ্যমে অন্তরকে আলোকিত করা।

3. সামাজিক চ্যারিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম

দরিদ্রদের সাহায্য, সদকা ও সমাজসেবা।



এই কার্যক্রমগুলি তাসকিয়াহর ধাপ অনুসারে অন্তরকে স্বাস্থ্যবান ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

৬ চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

চ্যালেঞ্জ সমাধান

সামাজিক তুলনা ও অহংকার মুহাসাবা, বিনয় চর্চা
প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব ইলম ও সচেতন ব্যবহার, ধ্যান
লোভ ও অতিরিক্ত ভোগ সদকা ও সামাজিক সেবা
হিংসা ও প্রতিযোগিতা নৈতিক শিক্ষা ও অন্তরের শান্তি চর্চা

৭ সারসংক্ষেপ

আধুনিক সমাজে তাসকিয়াহ অপরিহার্য।

আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

পদ্ধতি: মুহাসাবা, ইলম, ইবাদত, সামাজিক সেবা ও শুভসংগীত।

ফলাফল: নৈতিক সমাজ, শান্ত অন্তর ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

التزكية سبيل السعادة الفردية والاجتماعية والآخر

“তাসকিয়াহ হলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পরকালীন সুখের পথ।”



📖 অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ (الخاتمة والتوصيات)

১ উপসংহার

তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি ইসলামে কেবল আধ্যাত্মিক চর্চা নয়, বরং সম্পূর্ণ মানব জীবনের মূল ভিত্তি।

এই থিসিস পেপারে আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে:

১. আত্মার গুরুত্ব ও তাসকিয়াহের সংজ্ঞা
 - কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, হৃদয় হলো দেহ ও জীবন পরিচালনার কেন্দ্র।
 - তাসকিয়াহ মানে হৃদয়কে শুদ্ধ ও নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা।
২. হাদীস অনুযায়ী তাসকিয়াহ
 - নবী ﷺ নিজ জীবনে তাসকিয়াহ চর্চা করেছিলেন।
 - দোয়া, মুহাসাবা, মুজাহাদা ও বিনয়পূর্ণ আচরণ হৃদয়কে আলোকিত করে।
৩. আত্মার রোগ ও চিকিৎসা
 - প্রধান রোগ: অহংকার, হিংসা, রিয়া, লোভ, ক্রোধ।
 - চিকিৎসা: তাওবা, মুহাসাবা, মুজাহাদা, জ্ঞান অর্জন, ইবাদত ও ইখলাস।
৪. তাসকিয়াহর ধাপ ও পদ্ধতি
 - তখলিয়াহ: অপদৃষ্টি দূর করা
 - তাহলিয়াহ: নৈতিক গুণাবলিতে হৃদয় সমৃদ্ধ করা
 - তজলিয়াহ: আল্লাহর নূরের আলো দ্বারা অন্তর আলোকিত করা
 - পদ্ধতি: জ্ঞান, ইবাদত, মুহাসাবা, মুজাহাদা, সৎ সঙ্গ
৫. নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক প্রভাব
 - তাসকিয়াহ হৃদয়কে নৈতিকভাবে উন্নত করে
 - সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করে
৬. আধুনিক সমাজে প্রয়োগ
 - সোশ্যাল মিডিয়া, প্রযুক্তি, প্রতিযোগিতার প্রভাব মোকাবিলা
 - মুহাসাবা, ইলম, ইবাদত, সামাজিক সেবা ও শুভসংগীত কার্যকর হাতিয়ার

সংক্ষেপে, তাসকিয়াহ হলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পথ।

২ সুপারিশ

১. ব্যক্তিগত স্তরে

- দৈনন্দিন মুহাসাবা চর্চা ও আত্মসমালোচনা।
- সততা, ধৈর্য, নম্রতা, সহনশীলতা ও ক্ষমা চর্চা।
- নিয়মিত ইবাদত, দোয়া ও তাওবার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি।

২. সামাজিক স্তরে

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও চরিত্র শিক্ষার সমন্বয়।
- সামাজিক সেবা, চ্যারিটি ও সদকা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- সৎ মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ও গুণাবলিতে অনুপ্রেরণা।

৩. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে

- সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রয়োজনে প্রদর্শন না করা।
- প্রযুক্তি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে তাসকিয়াহ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহার।

৪. ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা

- তাসকিয়াহ সম্পর্কিত গবেষণা ও বই প্রকাশ।
- ইসলামি হাদীস ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার আধুনিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

চূড়ান্ত কথা

তাসকিয়াহ বা আত্মশুদ্ধি মানব জীবনের মূল চালিকা শক্তি।

- অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া নৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।
- নবী ﷺ-এর জীবন, সাহাবাদের উদাহরণ ও হাদীস অনুযায়ী ধাপে ধাপে চর্চা করে তাসকিয়াহ অর্জন করা যায়।
- আধুনিক সমাজে এটি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, মানবিক, সামাজিক ও মানসিক সুস্থতারও মূল ভিত্তি।

اللَّهُمَّ اجعل قلوبنا نظيفة بنور الإيمان وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم
 “হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে বিশ্বাসের আলোতে পবিত্র করো, এবং আমাদের কাজকে
 খালিস তুমার সন্তুষ্টির জন্য করো।”

শেষ কথা

এই থিসিস পেপার প্রমাণ করে যে —
 তাসকিয়াহ হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার চাবিকাঠি।
 ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র— প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও অন্তরের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে
 তাসকিয়াহ অপরিহার্য।